কালবেলা

ডাকসু নির্বাচন

শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি

সাবিনা ইয়াসমিন

আশরেফা খাতুন

ফাতেহা শারমিন এ্যানি

সানজানা আফিফা অদিতি

অদিতি ইসলাম

স্বপ্ন ছোঁয়ার পথে একঝাঁক নারী

প্যানেলে ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন ৬০ নারী। হল সংসদে নারী প্রার্থী ১৪৮ জন

শীর্ষ ৩ পদে লড়বেন ৭ নারী

আমজাদ হোসেন হৃদয় ও লিটন ইসলাম

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছেন ক্যাম্পাসের নারী শিক্ষার্থীরা। গত কয়েক বছরে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে। নারী ভোটাররা যেমনিভাবে গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে শামিল ছিলেন, তেমনি নেতৃত্বও দেবেন। আশা করি, এবারের ডাকসুতে সর্বোচ্চ নারী প্রতিনিধিত্ব আমরা দেখতে পাব

উম্মামা ফাতেমা
ভিপি প্রার্থী, ডাকসু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন এবার নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণে পেয়েছে ভিন্নমাত্রা। সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস)—শীর্ষ এই তিন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৭ নারী প্রার্থী। সম্পাদক ও সদস্য মিলিয়ে বিভিন্ন প্যানেলে অন্তত ৪২ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে মোট ৬০ জন নারী প্রার্থী রয়েছেন। ছাত্রী হলগুলোতেও হয়েছে রেকর্ড—পাঁচ হলে লড়ছেন ১৪৮ জন নারী প্রার্থী।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ ▸ কলাম ৫

ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে এখনই বলা যাচ্ছে না

সা ক্ষা ৎ কা র

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচন করছেন সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক **আবিদুল ইসলাম খান**। এবারের ডাকসুতে ছাত্রদলের প্রত্যাশা, নির্বাচনের পরিবেশ, দলীয় ইশতেহারসহ নানা বিষয়ে কালবেলার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আমজাদ হোসেন হৃদয়**

এবারের ডাকসুর পরিবেশ কেমন দেখছেন? লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কতটা নিশ্চিত হচ্ছে?

আবিদুল ইসলাম খান: এখনো পর্যন্ত যতটুকু আমি পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি, তাতে আমি আশা রাখছি একটি সুষ্ঠু, সুন্দর এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের পথে হাঁটছে ডাকসু। তবে এখনো পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে বলা যাচ্ছে না লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কতটুকু নিশ্চিত হবে। আরও কয়েকদিন পর যখন নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে, সেদিন থেকে বোঝা যাবে তা কতটা মানা হচ্ছে। আশঙ্কার বিষয় এটা যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দু-তিনটি গ্রুপ আছে, এ গ্রুপগুলো থেকে ফেক আইডিতে প্রতিনিয়ত প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে এবং তথ্যপ্রমাণ ছাড়া যে কোনো পোস্ট অ্যাপ্রুভ করা আছে। এ জিনিসগুলো থামাতে হবে। প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে এ

এরপর পৃষ্ঠা ৬ ▸ কলাম ১

ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে আমরা কিছুটা শঙ্কিত

সা ক্ষা ৎ কা র

গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ছাত্রশিবির সমর্থিত 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট'-এর প্যানেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচন করছেন শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক **আবু সাদিক কায়েম**। ডাকসুর এবারের নির্বাচনের পরিবেশ, নিজেদের প্রত্যাশা, বাস্তবতা, নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে নিজের কর্মপরিকল্পনাসহ নানান বিষয়ে কালবেলার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আমজাদ হোসেন হৃদয়**

২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচন তো আপনারা পেয়েছিলেন। ২০২৫ সালের যে নির্বাচন, এর মধ্যে পার্থক্য কী দেখছেন?

সাদিক কায়েম: প্রথমত হলো, ২০১৯ সালে তখন ছিল ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা। ক্যাম্পাসগুলো ছিল সন্ত্রাসীদের একেকটা ক্যান্টনমেন্ট। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। 'গণরুম' কালচার চলত। প্রতিদিন রাত কাটত আতঙ্কের মধ্যে, হাজার হাজার নিরীহ শিক্ষার্থীর ওপর নির্যাতন চালানো হতো। আমাদের ইসলামী ছাত্রশিবিরের হাজার হাজার জনশক্তির ওপর নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বলতে কিছু ছিল না। নারীরা অনিরাপদ ছিল। ছাত্রী হলগুলোতে তাদের যে নিরাপত্তা থাকার কথা, সেটিও অনুপস্থিত ছিল। পুরো ক্যাম্পাসই ছিল অনিরাপদ অবস্থায়। কিন্তু এই জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে এখন সব শিক্ষার্থী আজাদি পেয়েছে। সবাই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পেয়েছে। ক্যাম্পাসে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ ▸ কলাম ১

স্বপ্ন ছোঁয়ার পথে একঝাঁক নারী

⏭ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডাকসু নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, সর্বোচ্চ প্রার্থী অংশ নিয়েছেন এবারের নির্বাচনে। ডাকসু কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে ৪৬২ জন এবং হল সংসদ নির্বাচনে ১ হাজার ১০৮ জন প্রার্থী অংশ নিচ্ছেন। ডাকসুর বৈধ প্রার্থীদের মধ্যে ছাত্র ৪০২ জন ও ছাত্রী ৬০ জন।

ডাকসুর ইতিহাসে এখন পর্যন্ত মাত্র দুজন নারী ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন। প্রথমজন বেগম জাহানারা আক্তার (১৯৬০-৬১) এবং দ্বিতীয়জন ছাত্র ইউনিয়নের প্রার্থী মাহফুজা খানম (১৯৬৬-৬৭)। এরপর দীর্ঘ ৫৮ বছরে আর কোনো নারী ভিপি হননি। এ ছাড়া জিএস, এজিএস পদেও নারীদের খুব বেশি জয়ের নজির নেই। তবে এবারের নির্বাচনে ভিপি, জিএস, এজিএস—শীর্ষ এই তিন পদে অন্তত একজন নারী প্রার্থী জয়ী হবেন বলে আশা করছেন শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী মাছুমা আক্তার বলেন, ২০১৯ সালের তুলনায় এবার নারী শিক্ষার্থীদের খুব আগ্রহ ভরে নির্বাচনে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। শীর্ষ পদগুলোতেও বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট নারী প্রার্থী রয়েছেন। আমরা আশা করি, ডাকসুতে এবার নারী প্রার্থীরা ইতিহাস গড়বেন।

ডাকসুর ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা কালবেলাকে বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছেন ক্যাম্পাসের নারী শিক্ষার্থীরা। গত কয়েক বছরে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে। নারী ভোটাররা যেমনিভাবে গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে শামিল ছিলেন, তেমনি নেতৃত্বও দেবেন। আশা করি এবারের ডাকসুতে সর্বোচ্চ নারী প্রতিনিধিত্ব আমরা দেখতে পাব।

প্যানেলগুলোর মধ্যে সর্বাধিক নারী প্রার্থী দিয়েছে ইমি-বসুর নেতৃত্বে বামপন্থি 'প্রতিরোধ পর্ষদ'—মোট ১২ জন। উমামা-সাদীর নেতৃত্বে 'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য'তে ৭ জন, বাগছাসে ৬, শিবিরে ৪, সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদে ৩, অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪-এ ৩, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে ৩, ছাত্রদলে ২ এবং ছাত্র অধিকার পরিষদের প্যানেলে আছেন একজন নারী প্রার্থী। এদিকে ছাত্রদল, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন, বাম সংগঠনের প্রতিরোধ পর্ষদ, অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪ গত বছরের ১৫ জুলাই ঢাবি ক্যাম্পাসে আহত সানজিদা আহমেদ প্রার্থীর প্রতি বিশেষ সম্মান জানিয়ে ডাকসুর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদ খালি রেখেছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় আহত হয়েছিলেন সানজিদা। তার রক্তাক্ত ছবি অভ্যুত্থানের অন্যতম আইকনিক ছবি হিসেবে পরিচিতি পায়।

নারী প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নাম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা, যিনি স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে ভিপি পদে লড়ছেন। তার প্যানেলে রয়েছেন সুমী চাকমা, রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা, ইসরাত জাহান নিঝুম, নুসরাত জাহান নিসু, নওরীন সুলতানা তমা, আবিদ আব্দুল্লাহ ও ববি বিশ্বাস। অন্য ভিপি প্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি প্রতিরোধ পর্ষদ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যেখানে আরও ১১ নারী আছেন।

বাগছাসের প্যানেলে এজিএস পদে আশরেফা খাতুনসহ রয়েছেন আরও ৫ নারী। সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ থেকে এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ফাতেহা শারমিন এ্যানি। ছাত্র অধিকার পরিষদের 'ডাকসু ফর চেঞ্জ' প্যানেল থেকে জিএস পদে প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র এজিএস পদপ্রার্থী সানজানা আফিফা অদিতি, অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪ থেকে অদিতি ইসলাম (এজিএস), ফাহমিদা আলম ও তর্পিতা ইসলাম অধি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। শিবিরের প্যানেলে ৪ নারী, ছাত্রদলে ২, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে 'সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ'-এ ৩ নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এজিএস প্রার্থী আশরেফা খাতুন বলেন, জুলাই-পরবর্তী সময়ে যেই নারীরা আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন, তাদের রাজনীতির পরিসর অনেক ছোট হয়ে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম এত বড় একটা পুনর্জাগরণ, এর পরে নারীরা রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন, নারীদের রাজনৈতিক এজেন্সি তারা আরও প্রসারিত করবেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই জায়গাটা অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে। ডাকসু নির্বাচনে যে আমেজ তৈরি হয়েছে, এখানে অনেক নারী প্রার্থী রয়েছেন। তাদের এই বিশাল অংশগ্রহণ আমাদের আশা জাগাচ্ছে। নারীদের রাজনৈতিক পরিসর সামনে আরও প্রসারিত হতে যাচ্ছে। জিতে আসা না আসার থেকেও বড় বিষয় হচ্ছে, নারীরা অংশগ্রহণ করছেন। নারীদের নিয়ে যে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে, সেটি ঠিক নয়, এখানে তারা প্রত্যেকেই যোগ্য। আমার প্রত্যাশা, প্রত্যেকে যোগ্য প্রার্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে আসবেন। প্রত্যেকের জন্য আমার শুভকামনা থাকবে।

নারী প্রার্থীদের পাশাপাশি এবারের ডাকসু নির্বাচনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য। ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্যানেল থেকে সদস্য পদে নির্বাচনে অংশ নেওয়া সর্ব মিত্র চাকমা বলেন, ডাকসু ২০২৫ নির্বাচন কেন্দ্র করে আমরা একটা জোট করেছি। সে নির্বাচনী জোটের নাম আমরা দিয়েছি 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট'। এখানে বিভিন্ন মতাদর্শের, বিভিন্ন সংস্কৃতির, বিভিন্ন ধারণার মাধ্যমে একত্র হয়েছি। মূলত আমরা স্পেসিফিক কয়েকটা বিষয় একমত হয়েছি, কয়েকটা বিষয়ে কাজ করতে চাই। আমরা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করব এবং শিক্ষার্থীদের প্রাপ্য যে বেসিক নিডসগুলো আছে, তাদের যে অধিকারগুলো আছে, সেগুলো আদায়ে কাজ করব।

অনেকে সমালোচনা করছেন, চাকমা সম্প্রদায়ের মানুষ হয়ে শিবির সমর্থিত প্যানেলের সঙ্গে জোট করেছেন। এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি একজন চাকমা সম্প্রদায়ের মানুষ, কিন্তু আমি চাকমা সম্প্রদায়ের জিনিসটা ওইভাবে হাইলাইট করছি না। আমি তো আসলে এখানে আর ১০ জন স্টুডেন্টের মধ্যে একজন স্টুডেন্ট। ভিন্ন মতাদর্শের একটা মানুষ কিছু ভিন্ন মতাদর্শের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবে, সেই জিনিসটা তারা মেনে নিতে পারছেন না। সেই ব্যর্থতা তো আমার না, সেই ব্যর্থতা তাদের।

তিনি বলেন, একজন শিক্ষার্থীর মৌলিক অধিকার, নারীর অধিকার, আদিবাসী-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে আমার কণ্ঠ সর্বদা সোচ্চার ছিল এবং আমৃত্যু সব অন্যায়-অবিচার-অনিয়ম-দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আমার অবস্থান অবিচল থাকবে।

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে আমরা কিছুটা শঙ্কিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

[illegible]

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে এখনই বলা যাচ্ছে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

[illegible]

মানবকণ্ঠ

ডাকসু নির্বাচন

ভিপি ৪৮, জিএস পদে ১৯ জন লড়বেন

প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রাথমিক বৈধ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ২৮টি পদের বিপরীতে ৫০৯টি জমা দেয়া মনোনয়ন ফরমের মধ্যে ৪৬২ জনকে প্রাথমিকভাবে বৈধ প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪০২ জন ছাত্র এবং ৬০ জন ছাত্রী প্রার্থী। প্রাথমিক ত্রুটিপূর্ণ প্রার্থী তালিকায় আছেন ৪৭ জন, তাদের প্রার্থিতা স্থগিত রাখা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী, এবার ডাকসুতে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ৪৮ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ১৯ জন এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) ২৮ জন প্রার্থী প্রাথমিকভাবে বৈধ হিসেবে রয়েছে। এরমধ্যে ভিপি পদে ছাত্র ৪৩ জন, ছাত্রী ৫ জন; জিএস পদে ছাত্র ১৮ জন, ছাত্রী একজন এবং এজিএস পদে ছাত্র ২৪ জন, ছাত্রী ৪ জন রয়েছে।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও ছাত্র আন্দোলন সম্পাদক পদে ১৫ জন; এরমধ্যে ছাত্র ১৪, ছাত্রী ১ জন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ১১ জন; এরমধ্যে ছাত্র ১০ জন, ছাত্রী ১ জন। ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক পদে ৯ জন; এরমধ্যে ছাত্র ৭ জন, ছাত্রী ২ জন। সমাজসেবা সম্পাদক পদে ১৩ জন; এদের সবাই ছাত্র। মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে মোট ১১ জন; এরমধ্যে ছাত্র ৮, ছাত্রী ৩ জন। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে ১৫ জন; এরমধ্যে ছাত্র ১২ জন, ছাত্রী ৩ জন।

অন্যদিকে ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে মোট ৯ জন; এরমধ্যে সবাই ছাত্র, ছাত্রী নেই। ক্রীড়া সম্পাদক পদে ১৩ জন; এরমধ্যে ১২ জন ছাত্র, ছাত্রী ১ জন। গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ১১ জন; এরমধ্যে ছাত্র ৭ জন, ছাত্রী ৪ জন। কমন রুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে ১১ জন; এরমধ্যে ছাত্র ২ জন, ছাত্রী ৯ জন। আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ১৫ জন; এরমধ্যে সবাই ছাত্র, ছাত্রী নেই। সাহিত্য সম্পাদক পদে ১৯ জন; এরমধ্যে ছাত্র ১৭ জন, ছাত্রী ২ জন।

এছাড়া প্রাথমিক তালিকায় মোট ২১৫ জন সদস্য পদে রাখা হয়েছে। এরমধ্যে ছাত্র ১৯১ জন ও ছাত্রী ২৪ জন। এবার ১৩টি কার্যনির্বাহী সদস্যের বিপরীতে এই ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ৪৬২ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে বৈধ হিসেবে রাখা হয়েছে। এরমধ্যে মোট ছাত্র প্রার্থী ৪০২ জন ও ছাত্রী ৬০ জন। আর ৪৭ জন রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ প্রার্থীর তালিকায়। তাদের প্রার্থীতা স্থগিত হয়েছে। তিনি বলেন, ভোটার নাম্বার, নাম পরিচয় ত্রুটিপূর্ণ, রেজিস্ট্রেশন নাম্বারে ভুল, বাবা মায়ের নামে ভুল, স্বাক্ষর ভুল ইত্যাদি কারণে ৪৭ জনের প্রার্থীতা স্থগিত হয়েছে। তারা আপিল করলে যাছাই-বাছাই করে দেখা হবে। আগামী ২৩ আগস্ট পর্যন্ত তাদের আপিলের সুযোগ আছে। নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় আগামী ২৫ আগস্ট দুপুর ১টা পর্যন্ত। আর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ২৬ আগস্ট বিকাল ৪টায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ৯ সেপ্টেম্বর এবং সেদিনই ফলাফল প্রকাশ করা হবে। এবারই প্রথমবারের মতো হলের বাইরে ৬টি কেন্দ্রে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এরইমধ্যে ডাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকায় মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৮৭১ জন ও ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯০২ জন।

বিলবোর্ড-ব্যানার সরিয়ে ফেলার নির্দেশ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে ঘিরে টানানো প্রচারণামূলক বিলবোর্ড-ব্যানার সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

গতকাল শুক্রবার ডাকসুর চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের উদ্দেশে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেসব প্রচারণামূলক বিলবোর্ড/ব্যানার টানানো রয়েছে কিংবা এরইমধ্যে টানানো হয়েছে, সেগুলো অনতিবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রচারণা শুরুর নির্ধারিত দিন থেকে আচরণবিধি অনুযায়ী প্রচারকাজ চালানো যাবে। এর আগে, অন্য একটি বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশন জানায়, ২২ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রচারণা চালানো আচরণবিধি লঙ্ঘনের মধ্যে পড়বে।

ডাকসু নির্বাচন

নারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, মুখ খুললেন সাদিক কায়েম

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ট্যাগিং এবং প্রোপাগান্ডা ছড়ানো নিয়ে মুখ খুলেছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টা ২৪ মিনিটে নিজের ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে সাদিক কায়েম জানান, ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে অনলাইন প্রোপাগান্ডা। পরিকল্পিতভাবে অনলাইনে বিভিন্ন প্রার্থীর বিরুদ্ধে অব্যাহত ট্যাগিং, মিথ্যাচার, অপপ্রচার, চরিত্রহনন ও অমর্যাদাকর প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে নারী প্রার্থীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টার্গেট করা হচ্ছে, যা কেবল নৈতিকভাবে ঘৃণিতই নয়, বরং রাজনীতির সুস্থ ধারা ও শিক্ষার্থীদের ভ্রাতৃত্ববোধেরও পরিপন্থি।

তিনি বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, জুলাই-পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উৎসাহিত করা উচিত। শিক্ষার্থীদের কল্যাণে যে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক সৌন্দর্যের অংশ এবং এটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির এক অনন্য বহিঃপ্রকাশ। তবে সে প্রতিযোগিতা হতে হবে ভ্রাতৃত্ব, যুক্তি, মূল্যবোধ ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে- ঘৃণা, মিথ্যাচার ও চরিত্রহননের মাধ্যমে নয়। তাই এ ধরনের হীন, নোংরা ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড আমাদের অবশ্যই পরিহার করতে হবে।'

সাদিক কায়েম বলেন, 'আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী, সাধারণ শিক্ষার্থী এবং সারা দেশের বিবেকবান নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন, আমরা সবাই অনলাইন বুলিং, হেয়প্রতিপন্নকরণ ও কুৎসা রটনা থেকে বিরত থাকি। রাজনীতির ঊর্ধ্বে মানবিকতা, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যকে প্রাধান্য দিই।'

তিনি বলেন, 'আমরা এমন একটি সহনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাই, যেখানে ভিন্নমত থাকবে, কিন্তু বৈরিতা থাকবে না; প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, কিন্তু শত্রুতা থাকবে না। এভাবেই নতুন রাজনীতির যাত্রাপথ শুরু হয়েছে এবং আমরা এই পথচলায় কোনোভাবেই থামব না।'

কালেরকণ্ঠ

ছুটির দিনেও সরগরম ঢাবি ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ▷

৯০-এর মতো পূর্ণাঙ্গ প্যানেলে বিজয় চায় ছাত্রদল

শিহাবুল ইসলাম ▷

ছুটির দিনেও সরগরম ঢাবি ক্যাম্পাস

৯০-এর মতো পূর্ণাঙ্গ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেওয়ার প্রতিশ্রুতি। একই সঙ্গে কোনোভাবেই যেন গণরুম-গেস্টরুমের সংস্কৃতি ফিরে না আসে, সে বিষয়েও ছাত্রদল শক্ত অবস্থান নেবে বলে জানা গেছে।

পূর্ণাঙ্গ প্যানেলে জয় চায় ছাত্রদল : ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের সময় ছাত্রদল ডাকসু নির্বাচনে পুরো প্যানেলে জয়লাভ করেছিল। তখনকার সময়ের ছাত্র নেতারা এখন বিএনপিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। তখন বিএনপির সঙ্গে ছাত্রদল স্বৈরাচার এরশদ সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিদায় করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচারণা চালায়। এতে ফলও পায় সংগঠনটি। তখন ডাকসুতে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার। ভোট সম্পন্ন হয় ১৯৯০ সালে ৬ জুন। তখন ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হন ছাত্রদল নেতা আমানউল্লাহ আমান আর জিএস হন খায়রুল কবীর খোকন। তখন ছাত্রদল ডাকসু কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদ মিলিয়ে ১৮৮টি পদের মধ্যে ১৫১টিই পায়।

ডাকসু নির্বাচন ও প্রচারণা নিয়ে ছাত্রদলের এজিএস প্রার্থী ও বিজয় একাত্তর হল শাখার আহ্বায়ক তানভীর আল হাদী মায়েদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নব্বইয়ের ডাকসু নির্বাচনে আমাদের অগ্রজরা যাঁরা বিজয়ী হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করছি। তাঁদের পরামর্শ নিচ্ছি। কিভাবে প্রচারণা চালাতে হবে, আচরণ কেমন হবে, শিক্ষার্থীদের কাছে নিজেদের কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে, সেসব বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ নিচ্ছি। সে অনুযায়ী আমরা ভোটারদের কাছে যাচ্ছি। আমরা জয়ী হব, আশা করি। কারণ আমরা কোনো গুপ্ত সংগঠন নই। প্রকাশ্যে রাজনীতি করি। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সময় মাঠে সক্রিয় অংশ নিয়েছি, নির্যাতন সহ্য করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছি। সুতরাং তাঁরা আমাদের অবশ্যই ভোট দেবেন।'

ছাত্রদলের ইশতেহারে যা থাকছে : ছাত্রদলের পক্ষ থেকে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার বিএনপি হাইকমান্ডের কাছে ডাকসু নির্বাচনের ইশতেহার জমা দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত জানানো হলেই আগামী দু-এক দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ইশতেহার প্রকাশ করা হবে। ইশতেহারের মধ্যে থাকছে, ক্যান্টিনে ফাও খাওয়া বন্ধ করা, গণরুম-গেস্টরুমের সংস্কৃতি চিরতরে বন্ধ করা, পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করা, ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদারে কাজ করা, পরিবহন সমস্যা সমাধান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তির বিষয়ে মতামত, প্রতিটি অনুষদে বেসিক কম্পিউটার কোর্স ও এআই বাধ্যতামূলক করার দাবি জানানো হবে। সেখানে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা আনার দাবি করা হবে। যেখানে নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং নিয়োগ পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ার দাবি জানানো হবে। সেখানে যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার দাবি করা হবে।

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির ভাবনা : ছাত্রদল মনে করে, ৫ আগস্টের আগে ও পরে সংগঠনটি যেভাবে কাজ করেছে, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সামনে যেভাবে মুখোমুখি হয়েছে, মার খেয়েছে অন্য কোনো সংগঠন তাদের মতো করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। একই সঙ্গে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে যেভাবে সাধারণ ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়েছে, সে রকম শক্তিশালীভাবে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো পারেনি। একই সঙ্গে ৫ আগস্টের পর ক্ষমতার রাজনীতির বাইরে এসে উসকানি সহ্য করে নমনীয়তা দেখিয়েছে। সেই মনোভাব আগামী দিনেও কঠোরভাবে মেনে চলা হবে বলে সংগঠনটির নেতারা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সে জন্য শিক্ষার্থীরা আস্থা রাখবেন। পুরনো রাজনীতির চর্চা যেন কেউ না করতে পারেন, সেভাবে তাঁরা চলবেন।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসির কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা যে অবদান রেখেছি, ভবিষ্যতে আরো রাখার যে সক্ষমতা আমাদের রয়েছে, সেটা বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমরা জয়ী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। এখানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আছে, গুপ্ত রাজনীতি আছে, সেগুলো মোকাবেলা করেই আমরা জয়ী হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী।'

আলোকিত বাংলাদেশ

সরগরম ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক প্রচার-প্রচরাণা শুরুর এখনও কয়েক দিন বাকি। তবে বসে নেই প্রার্থীরা। নিজেদের মতো করে ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছেন তারা। আড্ডা-গল্প ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে ভোটদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন প্রার্থীরা। ছবিতে বাঁ থেকে- ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান, 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট'-এর ভিপি প্রার্থী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের সাবেক সভাপতি আবু সাদিক কায়েম ও 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেল থেকে জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার ● আলোকিত বাংলাদেশ

বিলবোর্ড-ব্যানার সরিয়ে ফেলার নির্দেশ, ভোটগ্রহণ আট কেন্দ্রে

ডাকসু নির্বাচন

- গুজব ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ ছাত্রদলের ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলামের
- ডাকসুতে জিতে আসলে কী কী কাজ করবেন, জানালেন সাদিক কায়েম
- নির্বাচনে নারীদের ভোটদানে নিরুৎসাহিত করার অপচেষ্টা চলছে, অভিযোগ আব্দুল কাদেরের

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা শুরু হবে ২৫ আগস্টের পর। এই সময়ের মধ্যে ক্যাম্পাসে টানানো বিলবোর্ড ও ব্যানার সরিয়ে ফেলার নির্দেশনা দিয়েছে এ নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচন কমিশনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। গতকাল শুক্রবার ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, '২০২৫ সালের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানানো যাচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেসব প্রচারণামূলক বিলবোর্ড/ব্যানার টানানো রয়েছে কিংবা ইতিমধ্যে টানানো হয়েছে, সেগুলো অনতিবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রচারণা শুরুর নির্ধারিত দিন থেকে আচরণবিধি অনুযায়ী প্রচারকাজ চালানো যাবে।'

এছাড়া গত বৃহস্পতিবার রাতে আলাদা আরেকটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা ২১ থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত কেউ হল কিংবা ক্যাম্পাসে প্রচারণা চালাতে পারবেন না। ২৬ আগস্ট থেকে প্রার্থীরা প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই সময়ের মধ্যে প্রচারণা চালালে সেটি ডাকসু নির্বাচনের আচরণবিধি ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে। একই সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, এখনো আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হয়নি। তবে বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা জুমার নামাজ শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছেন। সেখানে শিক্ষার্থীদের সংকট সমাধানের নানা প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছেন। তবে কলাভবন, ডাকসু ভবন, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে কয়েকটি প্যানেলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের বিলবোর্ড ও ব্যানার দেখা গেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বিলবোর্ড-ব্যানার সরিয়ে ফেলার নির্দেশ

● ১ম পৃষ্ঠার পর

থেকে সেগুলো সরিয়ে ফেলতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী, ডাকসুতে ২৮ পদে ৪৬২ জন আর হল সংসদে ১ হাজার ১০৮ জন বৈধ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ডাকসুতে ৪৭ জন এবং হল সংসদে একজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। বাতিল হওয়া প্রার্থীরা ২৩ আগস্টের মধ্যে আপিল করতে পারবেন।প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী, এবার ডাকসুতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ৪৮ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ১৯ জন এবং সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) ২৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তবে চূড়ান্ত তালিকায় এই সংখ্যা কমতে বা বাড়তে পারে।
তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৫ আগস্ট বেলা ১টা পর্যন্ত। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৬ আগস্ট বিকেল ৪টায়।

ভোটগ্রহণ হবে ৮ কেন্দ্রে : ক্যাম্পাসের ৮টি কেন্দ্রে এবারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, অমর একুশে হল ও ফজলুল হক মুসলিম হলের শিক্ষার্থীদের ভোটগ্রহণ করা হবে কার্জন হল কেন্দ্রে। শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট দেবেন জগন্নাথ হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের শিক্ষার্থীরা। ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট দেবেন কেবল রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা। এছাড়া বাংলাদেশকুয়েত মৈত্রী হল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের ছাত্রীরা ভোট দেবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে।

এতে আরও বলা হয়, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে স্যার এ এফ রহমান হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীদের জন্য। সূর্য সেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও কবি জসীম উদ্‌দীন হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে ভোট দেবেন কবি সুফিয়া কামাল হল এবং ইউল্যাব স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন শামসুন নাহার হলের শিক্ষার্থীরা।
অন্যদিকে, শুক্রবার দেওয়া আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের উদ্দেশে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যেসব প্রচারণামূলক বিলবোর্ড/ব্যানার টানানো রয়েছে কিংবা ইতোমধ্যে টানানো হয়েছে, সেগুলো অনতিবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রচারণা শুরুর নির্ধারিত দিন থেকে আচরণবিধি অনুযায়ী প্রচারকাজ চালানো যাবে।

গুজব ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ ছাত্রদলের ভিপি-প্রার্থী আবিদুল ইসলামের : 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ'সহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপে গুজব ও অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদলের ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, এসব নোংরামির বিরুদ্ধে সত্য লিখে পোস্ট দিলে সেগুলো ডিলেট করে দিচ্ছে। গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হলে জুমার নামাজ শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
আবিদুল বলেন, 'আমি গতকাল বলেছি, আমার সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ চাইলে ডাকসুতে প্রার্থী হতে পারতেন।
কারণ তারা বর্তমান ছাত্র। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষার্থী ও পরিবেশের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা অনুযায়ী যাদেরকে দেওয়ার চাহিদা ছিল, তারা তাদেরকে দিয়েছেন ভোটাভোটির মাধ্যমে।' তিনি আরও বলেন, 'পরে দেখলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গ্রুপে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হলো, আমি নাকি বলেছি, ছাত্রদলের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক ইচ্ছা করলেই ভিপি-জিএস হতে পারবে না। অর্থাৎ ভোট ছাড়াই। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রোপাগান্ডা, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।'
আবিদুল ইসলাম খান বলেন, 'আমরা উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপতথ্য দিয়ে যা করছে, ইচ্ছা করলেও আমরা সে নোংরামি করতে পারব না। নোংরামির বিরুদ্ধে আমরা যে পোস্ট ...ছি (অনে... গ্রুপে), সেগুলো ডিলিট করে দেওয়া হচ্ছে। প্রকাশ করা হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে কঠোরভাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।' এসব প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে তিনি নির্বাচনের পরিবেশ দেখছেন না বলেও জানান। তিনি বলেন, 'অপতথ্য ও মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছে প্রপাগান্ডা বাহিনী, এগুলো বন্ধ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানে, ৫ আগস্টের পর প্রতি ক্যাম্পাসে কারা প্রপাগান্ডা ছড়িয়েছে। কারা বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে রাজনীতি নিষিদ্ধের নামে মব তৈরি করেছে? আপনারা এগুলো বিচার বিশ্লেষণ করবেন।' তিনি আরও বলেন, 'বিহাইন্ড দ্যা সিন থেকে ফটোকার্ড বানাচ্ছেন, এগুলো পুরোটাই বিকৃত মস্তিষ্কের চিন্তা-ভাবনা। এগুলো থেকে বেরিয়ে আসেন। সুস্থ কোনো মানুষ এই অপপ্রচারে লিপ্ত হতে পারে না।'

ডাকসুতে জিতে আসলে কি কি কাজ করবেন, জানালেন সাদিক কায়েম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বিজয়ী হলে কি কি কাজ করবেন সেসব জানিয়েছেন 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট'এর ভিপি প্রার্থী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের সাবেক সভাপতি আবু সাদিক কায়েম। গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর ঢাবির মধুর ক্যান্টিনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব জানান। সাদিক কায়েম বলেছেন, ডাকসুর কাজ নেতা তৈরি করা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের স্বার্থ হাসিল করা।
শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করা। সেই জায়গা থেকে আমরা আমাদের প্যানেলে সম্পাদকীয় পদগুলোতে স্পেশালাইজেশন আনার চেষ্টা করেছি। আবাসন সংকট নিরসনে তার পরিকল্পনা জানিয়ে সাদিক কায়েম বলেন, ১০৪ বছর পেরিয়ে গেলেও শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট এখনো রয়ে গেছে। অনেক শিক্ষার্থী গ্রাম থেকে বড় স্বপ্ন নিয়ে ঢাবিতে এসে আবাসন সমস্যার কারণে
হতাশায় ভোগে
তিনি আশ্বাস
সংকটসহ শিক্ষ
করতে কাজ
শিক্ষার্থীদের এ
অথচ বিদেশি
ধরনের দুশ্চিন্তা
করবো। পাশা
ভোগে, এ বিষ
রেজিস্ট্রার ভব
তিনি বলেন,
আমলের মতো
বারবার দৌড়া
চাকরির সুযোগ,
আধুনিকায়ন,
প্রসারসহ বিশ্ববি
অঙ্গীকার ব্যক্ত
জোট' থেকে
শিগগিরই প্রকাশ
সম্মেলনে ঢাবি
অন্যান্য নেতার
ডাকসু নির্বাচনে
অপচেষ্টা চলছে
বিশ্ববিদ্যালয় কে
নারী শিক্ষার্থীদের
গোষ্ঠী অপচেষ্টা
বাংলাদেশ গণ
আহ্বায়ক ও সং
গতকাল শুক্রবা
ডাকসুর সার্বিক
আলাপচারিতায়
আব্দুল কাদের ব
ও কুয়েত মৈত্রী
হিসেবে বিশ্ববিদ
ওই দুটি হলের

ন।
দিয়ে বলেন, নির্বাচিত হলে আবাসন
র্থীদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত
করবেন। তিনি বলেন, আমাদের
গুলো খাবার নিয়ে চিন্তা করতে হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের এ
নেই। আমরা এ সমস্যা নিরসনে কাজ
পাশি শিক্ষার্থীরা চিকিৎসার অভাবে
য়েও পদক্ষেপ নেবো।
। শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির প্রসঙ্গ টেনে
সেখানকার কাজ এখনো মান্ধাতার
চলে। শিক্ষার্থীদের এক কাজের জন্য
হয়। তিনি শিক্ষার্থীদের পার্ট-টাইম
আধুনিক লাইব্রেরি ব্যবস্থা, মসজিদের
রী শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসনের
্যালয়ের সামগ্রিক সমস্যার সমাধানে
করেন। এ সময় 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী
কসু নির্বাচন বিস্তারিত ইশতেহার
করা হবে বলে জানান তিনি। সংবাদ
বিরের সভাপতি এসএম ফরহাদসহ
উপস্থিত ছিলেন।
রীদের ভোটদানে নিরুৎসাহিত করার
অভিযোগ আব্দুল কাদেরের : ঢাকা
দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে
ভোটদানে নিরুৎসাহিত করতে একটা
চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন
ান্ত্রিক ছাত্রসংসদের ঢাবি শাখার
ঠনটির ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের।
বিকেল তিনটায় মধুর ক্যান্টিনে
পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে
এমন অভিযোগ করেন তিনি।
লেন, ঢাবির ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল
হলের নারী শিক্ষার্থীদের ভোটকেন্দ্র
লয় ক্লাবকে ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু
পাশেই সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউট
রয়েছে। সেখানে ভোট কেন্দ্র স্থাপন হলে ওই দুই হলের শিক্ষার্থীরা সহজে ভোট দিতে পারতেন।
মূলত তাদের ভোট থেকে দূরে রাখার জন্যই এই চক্রান্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকবে শতভাগ আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা। আমাদের স্লোগান হবে ওয়ান স্টুডেন্ট ওয়ান সিট। এছাড়াও গণরুম-গেস্টরুম প্রথা ক্যাম্পাস থেকে চিরতরে নির্মূল করারও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।
দলটির জিএস প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার বলেন, আমাদের অন্যতম ইশতেহার হচ্ছে, আবাসিক হলগুলোতে ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া। ঢাবিতে স্টারলিংক সেবা চালু করা হবে এবং হিসাব করে দেখা গেছে, এর জন্য শিক্ষার্থীর মাথাপিছু মাত্র ৪০ টাকা খরচ হবে, যা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা স্পনসরশিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব।

আমার দেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী স্মরণে শুক্রবার কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ©আমার দেশ

অধ্যাপক জাহাঙ্গীর স্মরণে ঢাবিতে আলোচনা সভা

স্টাফ রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বাদ আসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে এ কর্মসূচির আয়োজন করে নাছিরনগর উপজেলা সমিতি, ঢাকা। সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন সফরকালে কুনমিং বিমানবন্দরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান অধ্যাপক জাহাঙ্গীর। তার লাশ দেশে এলে জানাজা শেষে গ্রামের বাড়ি নাছিরনগরের চাতলপাড়ে দাফন করা হয়।

সমিতির সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. হাফিজ উদ্দিন ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে স্মরণসভায় মরহুমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য দেন—আমার দেশ-এর নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমদ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব আবদুল হামিদ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব ইঞ্জিনিয়ার গাজীউর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু সায়েম এবং মরহুমের বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান। সভা পরিচালনা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মো. সফিন।

দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা নাজির আহমেদ। দোয়ায় মরহুম জাহাঙ্গীর আলম ছাড়াও নাছিরনগর উপজলা সমিতির সাবেক উপদেষ্টা মরহুম শামসুর রহমান মোল্লা, সাবেক মন্ত্রী সায়েদুল হক, সাবেক এমপি মোর্শেদ কামাল, রেজোয়ান আহমেদ, অ্যাডভোকেট মাহফুজ মিয়া ও আশরাফুল ইসলামের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়।